DEC 05 2002

শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যাকাণ্ড

যে কোন হত্যাই নির্মম ও নিন্দনীয়; কিন্তু নিজ ছাত্রের হাতে একজন সৎ ও দায়িত্বশীল শিক্ষক নিহত হওয়ার ঘটনা যে কত নির্মম ও কলঙ্কজনক তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ২০শে অক্টোবর সরকারি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের জনপ্রিয় ইংরেজি শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামী ধানমন্ডি নর্থ রোডের বাসা থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে খুন হন। এ খুনের হোতা হচ্ছে তারই স্কুলের দুই ছাত্র শাবির হোসেন শান্তনু ও তানভির শরিফ আপন। ৭ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে প্রমোশন না পাওয়ায় শান্তনু এবং অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কার হওয়ায় আপন তাদের শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামীকে হত্যার পরিকল্পনা নেয়। এজন্য তারা জিল্লুর নামে এক ভাড়াটে খুনিকে ১ লাখ টাকায় ভাড়া করে। ভাড়াটে খুনির সঙ্গে এই দুই কিশোর একাধিক বৈঠক করে এবং সে খুনের বিনিময়ে এক লাখ টাকার সঙ্গে শান্তনুর বাবার রিভলভার দাবি করলে তারা তাতেও রাজি হয়ে যায়। এরপর শান্তনুর বাবার লাইসেন্স করা রিভলভার দিয়ে সেই ভাড়াটে খুনি স্বপন গোস্বামীকে হত্যা করে। স্বপন কুমার গোস্বামী এমন সময়ে খুন হলেন যখন সন্ত্রাস দমনে সারাদেশে সেনা অভিযান চলছে অর্থাৎ সেনা অভিযানও দুর্বৃত্তদের নিবৃত্ত করতে পারেনি।

ইতোমধ্যে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে শান্তনু ও আপনসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে ভাড়াটে খুনি জিল্লুর ও তার সহযোগী বিপ্লবকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি।

হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পক শান্তনু ও আপন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তাদের বয়স বড়জোর ১৩/১৪। এ বয়সে একজন শিক্ষককে হত্যার চিন্তা কিভাবে মাথায় আসে তা ভাবতেও অবাক লাগে। কারণ শিক্ষক স্বপন গোস্বামী তাদের পরীক্ষায় পাস না করায় তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেননি এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করেছেন। এই দুই ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষক স্বপন গোস্বামীর ব্যক্তিগত কোন বিরোধ ছিল না। পড়াশোনার জন্যই তিনি তাদের বকাঝকা দিতেন। অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়েছেন। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। সেক্ষেত্রে সেই শিক্ষককে খুন করে প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তাটা এ দুই কিশোরের মনে আসল কিভাবে? কেবল খুন করার চিন্তা নয়, তা বাস্তবায়নের জন্য যা যা করা দরকার তাই-ই করেছে।

এই একটি মাত্র ঘটনা দিয়েই সমাজে নৈতিক অবক্ষয় কি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে, তা সহজে অনুমান করা যায়। আমাদের চারপাশে অসংখ্য, অগণন অপরাধের ঘটনা ঘটছে। প্রত্যহ হত্যা ও ছিনতাইয়ের খবরে পত্রিকার পাতা ভর্তি থাকে; কিন্তু তাই বলে কিশোর শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষকের মৃত্যু? আগে এ ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে অকল্পনীয় ছিল। পশ্চিমা দেশগুলো, যেখানে সামাজিক অবক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেখানে হয়ত অস্বাভাবিক নয় এ ধরনের ঘটনা। তাই বলে বাংলাদেশে ? এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজের দায়িত্বের চেয়েও পরিবারের দায়িত্ব অনেক বেশি। এ কিশোররা রাতারাতি বখাটে ও দুর্বৃত্ত হয়ে যায়নি। এর পেছনে তাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ছিল। শুরুতে অভিভাবকরা সচেতন হলে হয়ত সন্তানদের সর্বনাশা পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। তা তারা করেননি বরং স্বপন গোস্বামীকে হত্যায় ব্যবহৃত রিভলভারটি আসামি শান্তনুর বাবা মশিউর রহমানের লাইসেন্স করা অস্ত্র। মশিউর রহমান জুনিয়র লেবেলের একজন সরকারি কর্মকর্তা। নিরাপত্তার জন্য তার দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র কেন প্রয়োজন হলো বোঝা কঠিন। আবার সেই বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ঘর থেকে কিভাবে ভাড়াটে খুনির হাতে যায় সে খবরও তিনি রাখেন না। এই হলেন দায়িত্ববান সরকারি কর্মকর্তা ও কর্তব্যপরায়ণ বাবা।

স্বপন গোস্বামী হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা যে সামাজিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি, তা আবারও প্রমাণিত হলো। এ ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমাজে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল তা লক্ষ্য করা যায়নি। হত্যাকাণ্ডের দিনে শিক্ষকদের শোক মিছিল ও স্মারকলিপি পেশের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের কর্মসূচি শেষ হয়ে যায়। এ নিয়ে শিক্ষক সমাজও প্রায় নীরব। মনে হচ্ছে চারদিকে অন্যায়-অপরাধ দেখতে দেখতে সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। সরাসরি দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ প্রতিবাদ করতে চান না। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে– একটি সুস্থ ও সভ্য সমাজে যা কাম্য নয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ না হলে, অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে অপরাধীরা আরও আশকারা পেয়ে যায়।

স্বপন কুমার গোস্বামী হত্যা মামলা গোয়েন্দা বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা ৫ আসামিকে ধরলেও ভাড়াটে খুনি ও তার সহযোগী ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। হত্যার রহস্য উন্মোচন ও দ্রুত বিচারের জন্য এদের পাকড়াও করা আবশ্যক। অন্যথায় আরও বহু হত্যাকাণ্ডের মতো স্বপন গোস্বামীর হত্যা মামলাও চাপা পড়ে যাবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছেন, যে সন্তানরা তাদের বাবাকে হারিয়েছে তাদের সে শূন্যতা কখনও কোনভাবেই পূরণ হওয়ার নয়। তবে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার হলে তারা কিছুটা হলেও সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন।

আর একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খুন হলেন– তার অসহায় পরিবারের প্রতি আমাদের এই রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজের কি কোনই দায়িত্ব নেই?